দৈনিক সংবাদ

023

কোথায় কোথায় কর ও দাম বাড়লো

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রেলওয়ে ভাড়া, স্বাস্থ্য খাতে
ফি, ছাত্র বেতন, ডাক মাশুল
ভূমি উন্নয়ন কর এবং চিনি,
ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্
করা হয়েছে। অন্য বেশ কয়েক
খাতেও নতুন করারোপের প্রস্ত
রয়েছে। আগামী ১লা জুল
থেকে এই বৃদ্ধি কার্যকর হবে।

রেলপথের দ্বিতীয় ও তৃ
শ্রেণীর যাত্রী ভাড়ার হার শতক
১০ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব ক
হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
১ম বিভাগের ভাড়া বাড়া
হয়নি। এই শ্রেণীতে বর্তমা
ভাড়া উচ্চপর্যায়ে থাকার কার
ভাড়া বাড়ানো হয়নি বলে বা

(শেষ পঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কর ও দাম বাড়লো

(প্রথম পাতার পর)

বক্তৃতায় উল্লেখ করা হ

যাত্রী ও মাল পরিবহন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আরো প্রায় ১৮ কোটি ৭৫ লাখ টাকা আয় বৃদ্ধি করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তবে মাল ও পার্সেল ভাড়ার হার বাড়ানোর তেমন কোন সম্ভাবনা নেই বলে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়।

সরকারী হাসপাতালে কেবিন ও পেয়িং বেডে শয্যা ভাড়া, বেসরকারী ক্লিনিকের ওপর কর আরোপ, মেডিক্যাল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাদ্য ও পানি পরীক্ষা ফি ইত্যাদি বিবিধ আদায়ের হার বাড়ানো হবে। হাসপাতালগুলোতে রোগীদের মাথাপিছু পথ্য বাবদ বরাদ্দের হার বাড়ানো হবে।

ওষুধ প্রস্তুতকরণ ফি, ওষুধ লাইসেন্স, ওষুধ বিক্রয়, ওষুধ রেসিপি পরীক্ষা ও ওষুধ পরীক্ষা ফি'র হার বাড়ানো হবে।

সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বর্তমানে প্রচলিত ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ডাক বিভাগের বৈদেশিক ডাক মাশুল এবং আভ্যন্তরীণ ফিস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া আভ্যন্তরীণ চিঠিপত্রের কতিপয় ক্ষেত্রে ডাক মাশুলের হার বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভূমি উন্নয়ন কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। '৮২ সালে কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে ৬টি ধাপ প্রবর্তন করা হয়। এ বছর থেকে বড় হোল্ডিং-এর ক্ষেত্রে এই ধাপ ৪টিতে ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর ফাঁকি দিলে তার জন্য জরিমানার ব্যবস্থা করা হবে। ভূমি উন্নয়ন করের সর্বনিম্ন দাবী পূর্বের এক টাকার স্থলে দুই টাকা হবে।

মোটর যান কর শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি; চায়ের মূল্য প্রতি কেজি ৩ টাকার স্থলে ৫ টাকা বৃদ্ধি, অশোধিত সয়াবিন তেলের ক্ষেত্রে ২০ ভাগ আমদানী শুল্ক, সাদা-কালো ও রঙিন টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক বাল্ব, কেরোসিনের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

চিনির ওপরে ১০ ভাগ হারে আবগারী শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

গ্যাসের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যুৎ, সার ও বাণিজ্যিক খাতে গ্যাসের মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ ও গার্হস্থ্য খাতে শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত এক চুলীর গ্যাস বিল মাসিক ৬৬ টাকা থেকে ৮০ টাকা ও দুই চুলীর বেলায় ১১০ থেকে ১৩০ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণ করের ক্ষেত্রে অব্যাহতি কর তুলে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভাড়া বৃদ্ধির ফলে

রেল ভাড়া বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত আয় হবে ২৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা, ডাক বিভাগে অতিরিক্ত পাওয়া যাবে ২ কোটি ৭ লাখ, স্বাস্থ্য খাতে ১২ কোটি ৫১ লাখ, শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত ৩ কোটি টাকা; সড়ক পরিবহন খাতে ৪ কোটি ৭৮ লাখ টাকা, ভূমি উন্নয়ন কর বৃদ্ধি বাবদ ২৩ ... টাকা সরকারের অ... হবে।